সাহিত্য সংগ্রহ

অর্থাৎ

পুরাতন কবিকুলের কাব্য সংগ্রহ

কলিকাতা।

নম্বর মির্জ্জাফর্শ লেন

গুপ্তযন্ত্রে মুদ্রিত।

১২৭৮

মুখবন্ধ।

পূর্ব্বকালে আমাদের দেশে মুদ্রা যন্ত্রাভাবে পুরাতন পুস্তক সকল হস্তলিপিতেই নিঃশেষিত হইয়াছে, কেবল দুই একখানি যাহা পাঠার্থে পাঠক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে তাহাই আজিও প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুরাতন গ্রন্থ সমূহ যেরূপ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে আর কিছু কাল গত হইলে যে তাহার কোন অংশ পাওয়া যাইবে, এরূপ বোধ হয় না। ইহার মধ্যেই সকল পুঁথির সমগ্র প্রাপ্ত হওয়া যায়না, যাহারও বা সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার স্থানে স্থানে লেখা সকল উঠিয়া যাওয়াতে ও ছিঁড়িয়া যাওয়াতে সহজে পাঠকরা দুরূহ হইয়াছে। পুরাতন কবিকুলের জীবন বৃত্তান্তত পাওয়াই এক প্রকার অসম্ভব। পুরাতন বাঙ্গালা কাব্য সকলের এই প্রকার দুর্দ্দশা দর্শন করিয়া আমরা যথাসাধ্য সংগ্রহ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছি, এবং কতক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছি। আমরা এই সকল সংগ্রহ ক্রমান্বয়ে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম।

আমাদের অত্যন্ত বাসনা ছিল যে কবিকুলের জীবন বৃত্তান্তসহিত আনুক্রমিক সাময়িক

পত্রিকাকারে প্রকাশিত করি, কিন্তু একেবারে একত্রে সকলের রচনা ও জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহিত না হইলে তাহা কোনরূপেই সম্ভবে না। বিশেষতঃ পুরাতন সংগ্রহকার্য্য যেরূপ কঠিন তাহাতে সমস্ত সংগ্রহ করা বহুকালসাধ্য। বহুকাল বিলম্ব করাও এ কার্য্যে কখনই যুক্তিযুক্ত নহে, এই বিবেচনায় আমরা যেরূপ ক্রমে ক্রমে সংগ্রহ করিতেছি সেইরূপ ক্রমে২ মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলাম। যথোচিত পরিশ্রম করিয়া বঙ্গীয় কবিকুলের যতদূর জীবন চরিত সংগ্রহ করিয়াছি এবং করিতে পারিব তাহাও ইহার পর ক্রমে প্রকাশ করা যাইবে।

হস্তলিপির যে যে স্থান ছিন্ন হইয়া নষ্ট হইয়াছে, পাঠ করিবার বা বুঝিবার অপর উপায় নাই সে সে স্থানে নূতন কথা সন্নিবেশিত না করিয়া (*) এই চিহ্নটী দেওয়া গেল আর যে যে স্থান অনুমান দ্বারা নিরুপণ করা হইয়াছে সে সে স্থানে (“ ”) এই চিহ্ন দেওয়াগেল।

এক্ষণে যে যে স্থান আমরা পাই নাই সেসে স্থান পরে অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশিত করিব ৷

বিদ্যাবিনোদ ও কণ্ঠাভরণ।
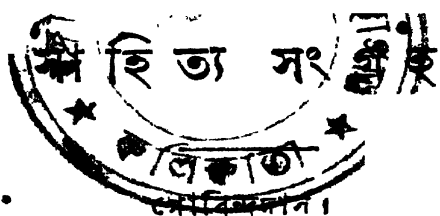
গোবিন্দদাস।

নিশি অবশেষ জাগি সব সখীগণ
বৃন্দাবন দেবী মুখ চাই।
রতিরসে অবশ শুতিরহু দুহুজন
তুরিতহি শ্যাম জাগাই॥
তুরিতহু করহ পয়ান।
রাই জাগাইলেহ নিজ মন্দিরে
নিকটহি হোত বেহান॥
শারী শুক পিকু সকল পক্ষগণ
ওসব দেহ জাগাই।
জটিলাগমন সবহু মেলি ভাখই
শুনইতে জাগল রাই॥
বৃন্দাদেবী সব পক্ষগণ জনেজন
মধুর মধুর নিজ ভায॥

মন্দির নিকটে ঝারি লই ঠাড়ই
হেরইতে গোবিন্দ দাস ॥ ১ ॥

ললিত-বিভাষ।

শারী শুক পিকু ঘন ঘন কুহুরই
জাগল রসবতী রাই।
জটিলা শুনি ধনী কাঁপই
তুরিতহি শ্যাম জাগাই ॥
শুন বর নাগর কান।
তুরিতহি বেশ বনাহ যতন করি
যামিনী ভেল অবসান ॥
শারী শুক কোকিল ঘন কুহরই
ময়ূর ময়ূরী করু নাদ।
নগরক লোক জাগি উঠি বৈঠবত
বহি পড়ব পরমাদ ॥
গুরুজন পরিজন ননদিনী দুরজন
তুহু কি না জান সে রীত।
গোবিন্দ দাস কহে উঠি চলু মন্দিরে
বিঘটন কানুক পিরীত ॥ ২ ॥

সময় জানি সখী মিলন আয়ি।
আনন্দে মগন দুহু মুখ চাই॥
দুহু জন সেবন সখীগণ কেল।
চৌদিকে চাঁদ বহিরহি গেল॥
নীলগিরি বেড়ি কিয়ে কণকের মাল।
গৌরী মুখ সুন্দর ঝলকে রসাল॥
বানরী রব দেই কক্কটী নাদ।
গোবিন্দ দাস পহু শুনি পরমাদ॥ ৩॥

ললিত।

হরি নিজ আঁচরে রাই মুখ মোছই
কুম্‌কুমে তনু পুন মাজি।
অলকা তিলকা দেই শিখি বনায়ই
চিকুরে করবি ফুল সাজি॥
মাধব সিন্দুর দেয়লি শিথে।
কতহি যতন করি ওরূপ লিখই
মৃগমদ চিত্রকপাতে॥
মণিময় মঞ্জির চরণে পরায়নি,
কণ্ঠহি দেয়ল হার॥

তাম্বুল সাজি বদনপরি দেয়ল,
নিছনি তনু আপনার ॥
নয়নক অঞ্জন, করল সুরঞ্জন,
চিবকহি মৃগমদ বিন্দ ॥
চরণ কমল তলে যাবক রঞ্জই,
কি কহব দাস গোবিন্দ ॥ ৪ ॥
বেশ বনাই, বদন পুন হেরই,
পদতলে পড়ি বারে বার ।
ঢর ঢর লোর ঢরহি বহে লোচনে,
নিজ তনু নহে আপনার ॥
বিণোদিনী কোরে আগোরল কান
"দেহ" বিদায় মন্দিরে হাম যাওব,
নিকটহি হোত বেহান ॥
কানুক চিত থির করি সুন্দরী,
কুঞ্জসো সুগমন সুকেল ।
চিরহি ঝাপি চারুমণি-মঞ্জরী,
নিজ মন্দিরে চলি গেল ॥
রতন শেযোপরি বৈঠল রসবতী,
সখীগণ ফুকরই তাই ।

রজনী পোহায়ল গুরুজন জাগল,
গোবিন্দ দাস বলিযাই ॥৫॥

গুরুজন জাগল ভৈগেল বেহান।
গৃহ নিজ কাজ সমাপন জান ॥
সখীগণ দধি মনথন করুযাই।
ঘর ঘর গরজন উপামা নাই ॥
কোই সখী গুরুজন সেবন কেল।
কনক কুম্ভ লই কৈ চলি গেল ॥
কুসুম তোড়ি কহি গাঁথই হার।
কোই ঘর বাহির করত বেহার ॥
নিতি নিতি ওছল করতহি রিত।
গোবিন্দ দাস কহে অনুপচরিত ॥৬॥

উদিতহি ভানু নাভাঙ্গল নিন্দ।
রামকি নীল বসন কাহে পিন্দ ॥
ব্রজকুল চাঁদ নিছনি যাঁওতোরি।
অঙ্গ বিভঙ্গ কতহি তনু মোরি ॥
ফালগুনাগণ কিয়ে লোচনে তোর।
কাঁহা নাগল হৃয়ে কণ্ট-আচোর ॥

ঝামরু ভেলহুঁ উৎপল দেহ।
না জানিয়ে পাপ দিঠি দেয়লি কেহ।
মঙ্গল * * ন করবি আজু গেহ।
তবহু ভুঞ্জায়ব দধি ওদন যেহ॥
এত হিঁ শুনন যশোমতী ভাষ।
আচরে ঝাপি ছাপায়নু হাস॥
গোবিন্দ দাস কহে শুন ব্রজদেবী।
উনহি নিরাপদ গৌরীক সেবী॥৭॥

নিজ গুহে শয়ন করল যব কান।
জননী জাগাইতে ভৈগেল বেহান॥
অলস তেজি উঠল যদুরায়।
আগত ভানু রজনী বহি যায়॥
প্রাতহি দোহন করত যদু চাঁদ।
ভুরিতহি দেয়লি দোহন ছাদ॥
শয়ন উপেখি চলল বর কান।
নুপুরকি নাদে জাগল পাঁচবাণ॥
নিকটহি গোঠ মিলল যব কাল।
গোবিন্দ দাস মুটকি লখি ধাল॥৮॥

গোঠহি মাঝ করল পয়ান।
গোধন দোহন করতহি কান।
ঘন হাম্বারব বচ্ছুক বার।
হু হু গরজই ধেনুরস-ধার॥
সুন্দর অপরূপ শ্যামরুচন্দ।
দোহল ধেনু করত ছন্দ বন্দ
দোহন গরজই বড়ই গভীর।
ঘন ঘন দোহন করত যদুবীর॥
গোরস ধার বিরাজিত অঙ্গ।
তমালে বেড়ল যদু মোতিম রঙ্গ॥
মুটকি মুটকি করি রাখল ডারি।
গোবিন্দ দাসপঁহু "জাউ" বলিহারি॥৯॥

যথারাগ।

রজনি প্রভাতে চললি বররঙ্গিণী,
নদীঅবগাহন রঙ্গে।
বাসিল তৈল হলদি লই আমলকী,
প্রিয় সহচরি করি সঙ্গে॥
গতি গজরাজ 'গমন' অতি মন্থর,
চাঁদ জিনিয়া মুখজ্যোতি॥

নীল বসন মণি বলয়া বিরাজিত,
উচ কুচ কুঞ্জকভার।
শ্রবণহি তাটক মণিময় হাটক,
কণ্ঠে বিরাজিত হার॥
চরণ কমলতল রাওন আওল,
ঝুনু ঝুনু নুপুর বাজে।
গোবিন্দ দাস কহে ওরূপ হেরইতে,
ভুলল বিদগ্ধরাজে॥১০॥

তুড়ি।

রাধা চাঁদবদন হেরি ভুলন,
শ্যামরু নয়ন চকোর।
ছন্দ বন্দ বিনু ধবলি ধায়ত,
বচ্ছহি কোরহি কোর॥
শূন্যাহু দোহত মুগ্ধ মুরারি।
ঝুটহি অঙ্গনি করত গতা গতি,
হেরি হাসত ব্রজনারী॥
লাজহি লাজ হাসি দিঠি কুঞ্জিক,
পুনলই ছাদন ডোর।

ধবলিক ভরমে ধবলপদ ছাদহি,
গোবিন্দদাস পহু ভোর ॥১১ ॥

শ্রীরাগ।

হেরইতে বিনোদিনী ভুলন রে।
গোধন দোহন তেজন রে॥
কর পহি কোরে আগোরণ রে।
চাঁদ চকোর জনু পায়ল রে॥
রাই প্রেম ভরে ভাসল রে।
দুহু তনু সুন্দর দরপণ রে॥
অরুণিত লোচন ঢর ঢর রে।
অঙ্গ পুলক অতি পূরণ রে॥
মূরছি অবনীতলে গীরণ রে।
গোবিন্দ দাস মনমোহন রে ॥ ১২

ধানসী ভাটিয়ারী।

তনু তনু মিলন উপজল প্রেম।
মরকত বেড়ল যৈসন ‘হেম’ ॥
কণকলতা বেড়ি তরুণ তমাল।
নব জলধরে জনু বিজুরি সঞ্চার ॥

কণক মধুপ কিয়ে পায়হু সঙ্গ।
দুহুঁ তনু পূরল মদন তরঙ্গ ॥
মাতল মধুপজনু করনহুমান।
গোবিন্দ দাস কহে দুহুক সুজান ॥ ১৩

সুইবরাগ্নি।

বিপিনহি কেলি করত দুহু মেলি।
জলমে পৈঠি করল জল কেলি ॥
পুনহু উঠল দুহু মুছল অঙ্গ।
মুখ হেরইতে মূরছি অনঙ্গ ॥
অঙ্গে করল দুহুঁ নব নব বেশ।
কবরি বনায়ত বান্ধল কেশ ॥
নিজ নিজ মন্দিরে করল পয়ান।
গোবিন্দ দাস দুহুক গুণগান ॥ ১৪ ॥

যশোমতী যতনে কহত সব সখীগণে
আনবি রসবতী রাই।
মঝুক সন্দেশ কহবি সব গুরুজনে
তুরিতে গমন কর তাই ॥
রতন থারি ভরিপূর।

বিবিধ মিঠাই ক্ষীর দধি সাকর
পিষ্টক বড়ই মধুর ॥
কর্পুর তাম্বুল হরে মনোহর
বাসিত চন্দন চকোর।
সহচরী থারি চীর দেই ঝাঁপই,
গোবিন্দ দাস মন ভোর ॥ ১৫ ॥

শুইমা।

শির পর থারি যতনকরি ধরনহি
রাইক মন্দিরে চলি গেল। •
যশোমতী-বচন কহিল সব গুরুজনে
সোসব অনুমতি দেল ॥
সুন্দরী সখীসনে করল পয়ান।
নীল পটাম্বরে ঝাপ সব তনু,
কাজরে উজরে "নয়ান" ॥
দশ নখ জ্যোতি মতি নহে সমতুল
হসইতে, খসই মণি জানি।
কাঞ্চন মোহন বরণ নহে সমতুল,
বচন জিনিয়া পিকু বাণি ॥

পদতলে কমল সুকোমল রাওল,
ঝুনু রুনু নুপুর বাজে।
গোবিন্দ দাস কহে রমণী শিরোমণি,
জিতল মনমথ রাজে।। ১৬ ॥

সুইরাগ।

নিজ মন্দির তেজি চলিল নিতম্বিনী,
নন্দ মোহন গুহমায়।
ঝলমল অঙ্গহি মণিগণ ভুষণ,
বদন কিরণ তহি ছায় ॥
যশোমতী নিরখি আনন্দ।
কত কত চাঁদ চরণে পড়ি কান্দই,
মনমথে লাগল ধন্দ ॥
বাসিত অন্ন ব্যঞ্জন অতি সুমধুর,
পাক করন তহি গৌরী।
নিতি নিতি ওছল করত গতাগতি,
নখইলা পাবই কোহি ॥
চন্দন ঘোরি কুসুম তাহি রাখল,
কপুর তাম্বুল মুখ বাস।

সুবাসিত বারি ঝারিভরি রাখল,
সহচরী গোবিন্দ দাস ॥ ১৭ ॥

সুই।

সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন,
ভোজন করনহি তাই।
রোহিণী দেবী করত পরিবেষণ,
রসবতী দেই বাড়াই ॥
কণক থারি ভরিপূর।
বিবিধ মিঠাই ক্ষীরদধি সাকর
পিষ্টক বড়ই মধুর ॥
অন্ন ব্যঞ্জন সুমধুর ভোজন,
কি কহব আনন্দ ওর।
ভোজন সারি সময় * *
সুখময় নন্দকিশোর ॥
যো কিছু শেষ রহল থারিপর,
ভোজন করতহি গৌরী।
গোবিন্দদাস ঝারি লই ঠাড়ে,
বসন ঢুলায়ত থোরি ॥ ১৮॥

সুই।

বিবিধ মিঠাই আঁচল ভরি দেল।
অলক্ষিতে আয়ল অলক্ষিতে গেল ॥
নগর কি লোক নখইলা পারি।
ঐসন গতাগতি ভানু কুমারী।
বেশ বনায়ত কানুবর বীর।
গোধন লই চলু যমুনাক তীর ॥
গোপ গোয়াল সঙ্গে কত ধাব।
বেনু বিষাণ ঘোর ঘনরাব ॥
সুবল সখা সঙ্গে করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দদাস ॥ ১৯

সুই।

ব্রজ শিশুগণ সঙ্গে রঙ্গে কত ধায়ল,
আর কত কুলবতী নারী।
জয় জয় করে করত নব বধূগণ,
কণক কুম্ভ ভরি বারি ॥
আনন্দে কৌকহু ওর।
রসবতী ঠাড়ে অট্টালিক উপরে,
হেরিত দুহু দিঠি লুব্ধ চকোর ॥

নয়ানে নয়ানে কত হরষহে উপজল,
দুহু মন ভইগেল ভোর।
প্রেমরতন ধন দুহু রূপে লাগল,
দুহু চিত দুহু করু চোর॥
চলইতে চরণ অথির যদুনন্দন,
শিথিল ভেল পীত বাস।
নীলমন্দিরে পুন যায়ত সুন্দরী,
কহতহি গোবিন্দ দাস॥২০॥

সারেং।

গোধন সঙ্গে রঙ্গে যদুনন্দন
বিহরই যমুনাক তীর।
দাম ছিদাম সুদাম মহাবল,
গোপ গোয়াল সঙ্গে বলবীর॥
বাজত ঘন ঘন বেনু, হৈ হৈ রাব
হম্বারব ঘন ঘন আনন্দে মগন
চরয়ে সব ধেনু॥
সম-বয়-বেশ কেশপরি মণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডিক কুসুম উজোর।

মণিময় হার গুঞ্জা সব মঞ্জুল,
হেরইতে জগমন ভোর ॥
বলয় বিষাণ কলয় কটী
কিঙ্কিনি নূপুর ঝুনু ঝুনু বাজে।
গোবিন্দদাস কহে নিতি নিতি ঐছন
নব ঘন বিপিন সমাজে ॥২১॥

ধানশী।

আনহি ছলকরি সুবল করে ধরি,
গমন করল বনমাহি।
তরুগণ হেরি কুসুম তহি তোরল,
যতনহি হার বনাহি ॥
মাধব বৈঠল কুণ্ডকতীর।
রাই রাই করি ভাবই পথহেরি,
কাতরে মন নহে স্থির ॥
নব নব পল্লবে শেয বিছাওল,
নব কিশলয় তহি রাখি।
কুসুম তোড়ি চিত ভেল আকুল,
হেরইতে থির নহে আঁখি ॥

ওই ক্ষণে মদনে দ্বিগুণ তনু দগধই,
জ্বর জ্বর শ্যামরু অঙ্গ।
গোবিন্দদাস পঁহু সুবল কোরে বহু,
ঢর ঢর নয়ন তরঙ্গ ॥২২॥

ধানশী।

নিজ মন্দিরে ধনী বৈঠল বিরহিণী,
প্রিয় সহচরীমুখ চাই।
যাহা যদুনন্দন করত গোচারণ,
তুরিতে গমন করুতাই ॥
সজনি! ক্ষণিক বিলম্ব কর জানি।
সহচরী হাত মাথে ধরি সুন্দরি,
বোলত মধুরিম বাণী ॥
বংশী বট-তট কদম্ব নিকট,
মণিকর্ণিক ধীর সমীর।
সঙ্কেত কেলী কদম্ব কুসুমবন,
সুশীতল কণ্ডকতীর ॥
কালিন্দী পুলিন বৃন্দাবনঘন,
নিধুবন কেলি বিলাস।

কুঞ্জ নিকুঞ্জবন গোবর্দ্ধন কানন,
সঙ্গে চলু গোবিন্দদাস ॥২৩॥

ধানশী।

প্রিয় সহচরীগণ খোজত প্রতি বন,
প্রবেশন কুণ্ডকতীর।
সুশীতলবারি কুঞ্জ অতি শোভন,
মলয় পবন বহে ধীর॥
মাধব সুবল সখা করু কোর।
সহচরী পথহেরি অন্তর গর গর,
ঢল ঢল নয়ন কিশোর॥
সহচরী নয়নে নেহারই সহচর,
আকুল শ্যামরু চন্দ।
রঙ্গ পট্টাম্বরে মুখরুচি মোছই,
বসন ঢুলায়ত মন্দ॥
কপুর তাম্বুল বদনহি পূরণ,
সচেতন ভেল পীতবাস।
সুন্দরী গমন করল অব নিকেতন,
কহতহি গোবিন্দদাস॥২৪॥

কল্যাণশী

কানুক দরশন ভেল।
সহচরী তুরিতাই গেল॥
কানুক মন যাহে ভোরি।
বেশ বনায়ত গৌরী॥
প্রিয় সহচরী করু সঙ্গে।
বেশ ভূষণ করি অঙ্গে॥
নব নব নাগরী বালা।
যৈসন চৌদিকে মালা॥
বাজত কত কত তান।
কত রস করতহি গান॥
রসিক রমণী রসভাষ।
কহতহি গোবিন্দদাস॥২৫॥

কল্যাণশী।

সখীগণ সঙ্গে চললি বররঙ্গিণী,
সুরয আরাধন লাগি।
বহু উপহার কপুর তাম্বুল,
নেয়লি গুরুজনে মাগি॥
সুন্দরী সুগন্ধি চন্দন নেল।

সাচি চিণি কদলি হার মনোহর,
সখীগণ মেলি চলি গেল ॥
জয় জয় কার হুলাহুলি দেয়ল,
শঙ্খ শব্দ ঘন ঘোর।
কেলি করত কোকিল কুহরত,
নৃত্যতি ময়ূর কি যোর ॥
কুণ্ডকি তীরে মিললি বর রঙ্গিণী,
দুহু মুখ হেরি দুহু হাস।
গোবিন্দদাস পঁহু রসময় নাগর,
নয়ন ইঙ্গিতে কত রস পরকাশ ॥২৬॥

ধানশী।

রসময়ী কুসুম তোরি সব সখীগণ,
সরস সমর করুতাহি।
মারত বদন নেহরি কুসুম
পর শোভিত সবকর মাহি ॥
কোকহু সমরক কেলী।
নূতন কিশোরী নব নব নাগরী,
ললিতাদি সখীগণ মেলি ॥

মণিময় ভূষণ তনু অতি শোভন,
ঝুনু ঝুনু নুপুর বাজে।
গোবিন্দদাস কহে রমণী শিরোমণী,
জিতল মনমথ রাজে ॥২৭॥

করুণশ্রী

নবঘন কানন শোভন কুঞ্জে।
বিকশিত কুসুম শোভিত পুঞ্জে ॥
নূতন পল্লব শোভিত ডাল।
সারি শুক পিক বোলত রসাল ॥
তাই বলি অপরূপ রতনহি তোর।
তহি পরি বৈঠল কিশোরী কিশোর ॥
ব্রজ রমণীগণ দেয়ত ঝঙ্কোর।
পরত জানি ধনি করনহি কোর ॥
কত কত উপজল রস পরসঙ্গ।
গোবিন্দদাস তহি দেখত রঙ্গ ॥ ২৮ ॥

শ্রীরাগ।

আনছলে আনপথে গেলা সব সখীগণ,
দুইজনে বৈঠল কুঞ্জে।

সরস রসাল নূতন নব মুঞ্জরী,
বিকশিত ফল ফুল পুঞ্জে ॥
দুহুজন মিলন ভেল।
রসময় রসিক রমণ রসে নাগরী
বহুবিধ কৌতুক কেল ॥
মদন মহোদধি নিমগন দুহুজন,
ভুজে ভুজে বন্ধন ছন্দ।
তরুণ তমালকিয়ে কনকলতাবলি,
নবজলধরে যনু ঝাপল চন্দ ॥
শ্রমে পরিরম্ভন মগন দুই কোমল,
ঘাম বিন্দু মুখ সুন্দর জ্যোতি।
গোবিন্দ দাস পঁহু রতিজয় পণ্ডিত,
যৈসনে জলধরে বিধরণ মোতি॥ ২৯

গান্ধার।

শ্রম জলে ভাসল দুহুক শরীর।
তনু তনু নাগল পাতল চীর ॥
পুরণ মনোরথ বৈঠনি তাহি।
বসন ঢুলায়ত বিনোদিনী রাই ॥

রসময় নাগর রসবতী গোরী।
দুহু মুখ হেরি দুহু ভেল ভোরি॥
নূতন বিদগ্ধ নাগর রায়।
রতি রসে মগন ভৈ নিন্দ যায়॥
সখীগণ মেলি বিনোদিনী রাই।
কর সঞে মুরলী যতনে চোরাই॥
পল এক সুতি বৈঠল পীতবাস।
জল সেবন করু গোবিন্দ দাস॥ ৩০॥

গান্ধার।

সখীগণে কানু পুছত বারেবার।
কোই চোরায়ন মুরলী আমার॥
মধুর মধুর হে বিনোদিনী রাই।
কাহাপর চুরি কাহাপর ঠাঞি॥
অবতহি কৈসন করবি উপায়।
সরবস ধন তোর কোন চোরায়॥
কাতর নয়ানে নেহারই কান।
সখীগণ মোহে মুরলি দেহ দান॥
কর পুছে মুরলি কুঞ্জ গৃহ মাঝ।
গোবিন্দ দাস পহু যুবতীসমাজ॥ ৩১॥

সখীগণ মেলি করল পয়ান।
কৌতুক কেলি কুণ্ড অবগান॥
জলমহো বৈঠল সখীগণ মেলি।
দুহুজন সমর করল জলকেলি॥
বিথরল কুন্তল জ্বর জ্বর অঙ্গ।
গহন সময়ে দেই নাগর ভঙ্গ॥
সখীগণ বেড়ল নাগর চন্দ।
গোবিন্দ দাস হেরি বহু ধন্দ॥

ধানশী।

তহি উঠল তীরে সবহুঁ সখীগণ,
রতিপতি সুনাগর রায়।
বসন নিচোরি মুছই সব তনু,
নব নব বেশ বনায়॥
বিনোদিনীর বেশ বনায়ত কান।
চিকুর উতারি রাই, কবরি পুন বান্ধই,
অলক তিলক নিরমান।
সিথি বনায়ই, উরু পর লেখই,
আর কত বেশ বিতান॥

কতহুঁ যতন করি, বসনব পরাওই,
নূপুর পরায়ই রঙ্গে।
গোবিন্দ দাস কহে হেরইতে,
ওরূপ মুরছই কতেক অনঙ্গে ॥৩৩॥

ধানশী।

রতন থারি ভরি চিনি কদলি সর
আনত রসবতী রাই।
শীতল বিপিন স্থল, সুচারু নিরমল,
বৈঠল দুহু জন যাই॥
ভোজন করত যদুরায়।
সুবাসিত জল, কপুর, তাম্বুল,
সখীগণ দেই বাড়ায় ॥
অগোর চন্দন শ্যাম অঙ্গে লেপই,
বহু রঙ্গে কুসুমিত রায়।
সখীগণ সঙ্গে বিহরই দুহুঁ জন,
গোবিন্দ দাস বলি'হারি' যাই ॥ ৩৪॥

সুই।

তহি সুগমন করল বররঙ্গিণী
সখীগণ সঙ্গহি মেলি।

জয় জয় হুলাহুলি শঙ্খ বাজায়
ঘন ভানু সেবন কেলি॥
দ্বিজবর বিদগ্ধরাজ।
সুবাসিত কুসুম সুগন্ধী চন্দন
কণক কটরহি সাজ॥
বহু উপভোগ কপুরিত তাম্বুল
চিনি কদলি উপহার।
সুশীতল নীর ক্ষির দধি সাকর
সেবন বহু পরকার॥
কুসুম অঞ্জলি দেয়ত সখী মেলি
কোকহু আনন্দ ওর।
গিরিধর বেড়ি কণকলতাবলী
গোবিন্দদাস মন ভোর॥৩৫॥

বরাড়ি।

সখীগণ মেলি করু জয় জয় কার।
শ্যামরু অঙ্গে দেয়ল ফুল হার॥
নিজ মন্দির ধনি করল পয়ান।
বনে ঘন রহল সুনাগর কান॥

সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে চলু গৌরী।
মণিময় ভূষণ অঙ্গ উজোরি॥
শঙ্খ শব্দ ঘন জয় জয় কার।
সুন্দরী বদন কবরি কুচ ভার॥
হেরি মদন কত পরাভব জান।
গোবিন্দদাস ইহরস গান॥৩৬॥

নিজ মন্দিরমাহ বৈঠল রসবতী
গুরুজন নিরখি আনন্দ।
শিরীষ কুসুম জিনি তনু অতি সুকোমল
ঢল ঢল আনন চন্দ॥
নিতি নিতি ঐসন রীত।
রসবতী রসিক মনোহর নাগর
অপরূপ দুহুক চরিত॥
বিবিধ মিঠাই থারি ভরিপূরণ
ভোজন করলহি গৌরী।
কপুর তাম্বুল বদনহি পূরণ
কুম্‌কুম চন্দন বোরি॥
নিজ গৃহকাজ সমাপণ সখীগণ
গুরুজন সেবন কেলি।

গোবিন্দদাস কহে দীপক জ্বালাওলি
বেলি অবসান গেলি ॥৩৭॥

গোরি।

গোক্ষুর ধুরি উছলি ভরু অম্বর
ঘন হাম্বা রব হৈ হৈ রাব।
বেণু বিষাণ নিশান সমাকুল সঙ্গে
রঙ্গে সখাগণ ধাব ॥
বল সঙ্গে গিরিবর-ধর ঘর আওয়ে।
জলদ হেরি জনু হরষিত চাতকী
ব্রজ-রমণীগণ মঙ্গল গাওয়ে ॥
কুটিল অলকাকুল গোরজ মণ্ডিত
বরিহ মুকুট তহি মনোহর ভাতি।
বিপিণ-বিহার ছোড়ি ঘর আওত
নীল উৎপল কাঁতি ॥
কিসলয় বলিত ললিত মণি কুণ্ডল
গণ্ড মুকুর উজিয়ার।
গোবিন্দ দাস পঁহু নটবর শেখর
হেরইতে জগভরি মদন বিথার ॥ ৩৮

গৃহে প্রবেশ করল যব ধেনুগণ
সখাগণ মন্দিরে গেল।
বচ্ছ বান্ধি ছান্দি সব ধেনুগণ
মোহন দোহন কেল॥
সুন্দর শ্যামরু অঙ্গ।
রঙ্গ পট্টাম্বরে হার মনোহর
গোধুলি ধূসর অঙ্গ॥
নবনব পল্লব পুচ্ছসু মণ্ডিত
চূড়ে শিখণ্ডিক বেড়ল দাম।
মকরাকৃতি মণি কুণ্ডল দোলনি
হেরইতে মুরছি পড়য়ে কত কাম॥
বন ফুল মাল বিরাজিত উরুপর
কিঙ্কিণী রণ রণি নূপুর পায়।
গোবিন্দ দাস পঁহু জগ মন মোহন
ব্রজ যুবতীগণ হরষিত তায়॥ ৩৯॥

গৌরী

সাঁজ সময়ে গৃহে আওল যদুপতি
হেরি যশোমতী আনন্দ চিত।

প্রদীপ জ্বালি থারিপর ধরণ হি
আরতি করতহি গাওত গীত ॥
ঝলকত ও মুখ চন্দ।
ব্রজ রমণীগণ চৌদিকে বেড়ল
হেরইতে রতিপতি পড়নহি ধন্দ ॥
ঘণ্টা তাল মৃদঙ্গ বাজায়ত শঙ্খ
শবদ ঘন জয় জয় কার।
রবি ক্ষত কুসুম দেবগণ হরষিত
আনন্দ জগভরি নগর বাজার ॥
শ্যামল অঙ্গ মনোহর সুরচিত
বাল বনমালা বিরাজ।
গোবিন্দ দাস কহে ওরূপ হেরইতে
শংসয় জীবন কাজ ॥ ৪০ ॥

বদন নিছই মুছি মুখ মণ্ডল
বোলত মধুরিম বাণি।
বেলি অবসানে নিকটে যব আয়ত
তুয়া লাগি বিকল পরাণী ॥
নন্দন করে ধরি রাণী।

কতহুঁ যতন করি যশোমতী সুন্দরী
কোলে বৈঠাওল আনি ॥
সুবাসিত তৈল সুশীতল জল
দেহি যতনহি মাজই অঙ্গ।
কুন্তল মাজি সাজি পুন বান্ধই
চুংহি কুসুম সুরঙ্গ ॥
মৃগমদ চন্দন অঙ্গে বিলেপন
যতনে পিন্ধায়ন বাস।
সুবাসিত কুসুম হার গলে দেয়ল
কি কহব গোবিন্দ দাস ॥ ৪১ ॥

ধানশী।

কতহি যতন করি, রসবতী নাগরী
করতহি বহু উপকার।
কণক থারি ভরি চিনি কদলি সর
চন্দন বহু উপহার ॥
সহচরী হাতহি দেল।
তুরিতে নন্দ গৃহে মিললি সহচরী
যশোমতী আগে লইগেল ॥

বিবিধ মিঠাই যতন করি দেয়ল
চিনি কদলি উপহার।
ক্ষীর সর মোদক নবনী দধি সাকর
দেয়ল পুন পুনবার॥
ভোজন করল বহু সুখ পাওল
কর্পূর তাম্বুল দেল।
অবশেষ যে কিছু রহল থারিপর
গোবিন্দদাস লই গেল॥ ৪২॥

সুহইসিন্ধুরা।

মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর
তহি শেয করল অনুপাম।
বিচিত্র সিংহাসন পাঠ পট্টাম্বর
লম্বিত মুকুতার দাম॥
শোভাবলি অপরূপ
গোপ গোয়াল সখাগণ-মণ্ডল
বৈঠল ব্রজ কি ভূপ॥
কোই গায়ত কোই বাজায়ত
কোই ধরণহু তাল।

কোই সখাগণ পাখা লই বীজই।
কোই জালত দ্বীপ রসাল॥
কণক সম্পুটে ভরি কপুর তাম্বুল
চারুচন্দ্র উপরে সাজ।
গোবিন্দ দাস ভণে অপরূপ শোভন
তাহে উপনিত নাগররাজ॥ ৪৩॥

সুই।

অপরূপ মোহন মোহন শ্যাম।
কিশোর বয়স বেশ অতি অনুপাম।
সভাজন মাঝ বৈঠল কানাই।
সব জন হেরত চিত চুলাই॥
হেরইতে অধিক আনন্দ পরকাশ।
চাঁদ বদনে কত মধুরিম হাস॥
নয়ন যুগল দল কমল সমান।
হেরইতে যুবতীর অথির পরাণ॥
তিলক বিরাজিত ভাও বিভঙ্গ।
ফুলধনু হাতে করি মূরছি অনঙ্গ॥
নিতি নিতি ঐসন করত বিলাস।
এক মুখে কি কহব গোবিন্দ দাস॥ ৪৪॥

কক্কণশী।

নিজ গৃহে শয়ন করল বরকান।
সভাজন নিজ গৃহে করল পয়ান॥
নন্দাদিক সব ভোজন কেল।
নিজ নিজ মন্দিরে সবে চলি গেল॥
নগরক লোক সব নিশব্দ ভেল।
সবহু চরাচর ভোর হই গেল॥
ময়ূর ময়ূরীগণ ঘন দেই নাদ।
গোবিন্দ দাস পঁহু শুনি পরমাদ॥ ৪৫ ॥
কুঞ্জ কাননে কুসুম পরকাশ।
শারি শুক পিক মধুরিম ভাস॥
গুঞ্জত ভ্রমরা ভ্রমরী উতরোল।
মধুলোভে মাতল আনন্দ বিভোল॥
তহি গমন করু বিদগ্ধ রাজ।
ঝুনু ঝুনু ঝুনু কত নুপুর বাজ॥
ভ্রমি ভ্রমি বৈঠল নিভৃত নিকুঞ্জে।
শেয বিছাওলি কিসলয় পুঞ্জে॥
পথ হেরি আকুল বিকল পরাণ।
অবহু সুন্দরী করল পয়ান॥

অন্তরে মদন করল পরকাশ।
চৌদিকে হেরত গোবিন্দ দাস ॥৪৬॥

ধানশী।

গুরুজন পরিজন ঘুমায়ল জান।
সময় জানি ধনী করল পয়ান ॥
নিভৃত নিকুঞ্জে মিলল বরকান।
দারুণ মদন পায়ল সমাধান ॥
রাই মুখ নিরখয়ে কমল-নয়ান।
হাসি হাসি চুম্বই নেহারে নয়ান ॥
দুঁহে দোহা বদনে করয়ে মধুপান।
চাঁদ চকোর জনু মিলল আন ॥
তনু তনু মিলন পরাণে পরাণ।
গোবিন্দ দাস নিগূঢ় রস গান ॥৪৭॥

বিহগড়া।

সখীগণ সঙ্গে করত কত রঙ্গ।
কত কত গায়ত মদন তরঙ্গ ॥
কোই নাচত কোই ধরতহি তাল।
কোই বাজায়ত যন্ত্র রসাল ॥

নাগরী নাগর দুঁহু ভাবে ভোর।
হরখ হরখি পুনঃ পুনঃ করু কোর॥
বাঢ়ল প্রেম দুহুক সখী জানি।
বাসিত কুসুমে শেয বিছায়ল আনি॥
নাগর নাগরী শুতল তাহি।
সখীগণ শুতল আনথ দুহি॥
নিতি নিতি ঐসন রস পরকাশ।
পদসেবন করু গোবিন্দ দাস॥৪৮॥

শ্রীরাগ।

রাধা মাধব দুহু তনু মিলন
উপজল কন্দ।
আনন্দ কণকলতা জনু তমালে বেড়ল
রাহু ধরণ যৈসে চন্দ্র॥
যদু কমলে ভ্রমরা রহু মাতি।
জলধর কোলে তড়িত লতাবলি
রতিপতি বিদরয়ে ছাতি॥
নীল মণি রতন কাঞ্চন কিয়ে শোভন
ঝামরু ভেল মুখ জ্যোতি।

শ্রমভরে স্বেদ বিন্দু বিন্দু চুয়ত
 যৈসে জলদে বিথারণ মোতি ॥
নারী পুরুষ দুহু নখই না পারই
 অপরূপ দুহু কেলিরঙ্গ ॥৪৯॥
বাড়ল রতিরণ বৈঠল দুঁহু জন
 মোছই শ্যামরু চন্দ।
দুহুজন বদনে তাম্বুল দুহু দেয়ল
 বসন ঢুলায়ত মন্দ ॥
 দুহু মুখ দুহু রহু চাই।
আহামরি মরি বলি বয়ানে বয়ান ধরি
 দুহু দোহা তনু নিউছাই ॥
নীল পীত বসন দুহু তনু শোভন
 মণিময় আভরণ সাজ।
যৈসন রমণী রসিকবর নাগরী
 তৈসনে বিদগ্ধ রাজ ॥
কতহু যতন করি বিহি নিরমায়লি
 দুহু তনু একই পরাণ।
বিকসিত কুসুম শোভিত নব পল্লব
 গো.বিন্দ দাস পরলন ॥৫০॥

ভূপালি।

কমল কুসুমে সখী শেষ বিছায়ল
মধুরিম নিভৃত কুঞ্জে।
মধুমদে ভ্রমরা মৃদু মৃদু ঝঙ্করু
বিকশিত ফল ফুল পুঞ্জে॥
বিনোদিনী রাধামাধব কোর।
তমালে বেড়ল জনু কণক লতাবলী
দুহু তনু অতহি উজোর॥
ভুজ ভুজ ছন্দ বন্ধ করি সুন্দরী
শ্যামরু কোরে ঘুমায়।
রতিরস আলসে দুহু তনু জর জর
প্রিয় সখী চামর ঢুলায়॥
সুবাসিত বারি ঝারি পুরি রাখল
সহচরী দুহু জন পাশ।
মন্দির নিকটে পদতলে সুতলি
সহচরী গোবিন্দ দাস॥৫১॥

ইতি একান্নপদ।

সাহিত্য সংগ্রহ।

গোবিন্দদাস।

চম্পক সোণ কুসুম কনকাচল
জীতল গৌরতনু লাবণীরে।
উন্নত গীম সীম নাহি অনুভব
জগমনোমোহন ভাঙনীরে॥
জয় জয় সচীনন্দন ত্রিভুবনবন্দন
কলিযুগ-কাল-ভুজগভয়-খণ্ডন॥
বিপুল পুলক কুল আকুল কলেবর
গর গর অন্তর প্রেমভরে।
লহু লহু হাসনি গদ গদ ভাসনি
কত মন্দাকিনী নয়নে ঝরে॥
নিজ রসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত
গায়ত কত কত ভকতহি মেলি।
যোরসে ভাসি অবশ মহি মণ্ডল
গোবিন্দ দাস তাঁহি পরশ না ভেলি॥১॥

বেলোয়ার।

জয় জগতারণ কারণ ধাম।
আনন্দ কন্দ নিত্যানন্দ নাম॥
ডগ মগ লোচন কমল ঢুলায়ত
সহজে অথীর-গতি জিতিমাতোয়ার
ভাইয়া অভিরাম বলি ঘন ঘন ডাকই
গৌর-প্রেমভরে চলই নাপার॥
গদ গদ আধ মধুর বচনামৃত
লহু লহু হাস বিক শিত গণ্ড।
পাষণ্ড-খণ্ডন শ্রীভুজ-মণ্ডন
কণক খচিত অবলম্বন দণ্ড॥
কলিযুগ-কাল-ভুজঙ্গম দংশল
দগধল স্থাবর জঙ্গম দেখি।
প্রেম সুধারস জগভরি বরিখল
গোবিন্দ দাসকে কাহে উপেখি॥২॥

শ্রীরাগ।

নীরদ নয়নে নবঘন সিঞ্চনে
পূরল মুকুল অবলম্ব।

স্বেদ মকরন্দ বিন্দু বিন্দু চূয়ত
　বিকশিত ভাব কদম্ব ॥
　কি পেখলু নটবর গৌর কিশোর।
অভিনব হেম কলপতরু সঞ্চরু
　সুরধুনী তীরে উজোর ॥
চঞ্চল চরণ কমল তলে সঞ্চরু
　ভকত-ভ্রমরগণ ভোর।
পরিমলে লুব্ধ সুরাসুর ধাবই
　অহর্নিশি হেরত আগোর ॥
অবিরত প্রেম রতন ফল বিতরণ
　অখিল মনোরথ পূর।
তাকর চরণে দীন হীন বঞ্চিত
　গোবিন্দ দাস রহু দূর ॥ ৩ ॥

কামোদ।

গৌর বরণ তনু শোহন মোহন
　সুন্দর মধুর সুঠান।
অনুপম অরুণ কিরণ জিনি অম্বর
　সুন্দর চারু বয়ান ॥

পেখলু গৌরাঙ্গ চন্দ্র বিভোর।
কলিযুগ কলুষ তিমিরবর নাশক
নবদ্বীপ চান্দ উজোর॥
ভাবহি ভোর ঘোর দুহু লোচন
মোচন ভবনদ-বন্ধ।
নব নব প্রেম ভর বরতনু সুন্দর
উয়ল ভকত সঙ্গ॥
লহু লহু হাস ভাষ মৃদু বোলত
শোহত গতি অতি মন্দ।
দীন জনে নিজ বীজ দেই সব তারল
বঞ্চিত দাস গোবিন্দ॥ ৪॥

সিন্ধুড়া।

পদতলে ভকত কল্পতরু সঞ্চরু
সিঞ্চিত প্রেম মকরন্দ।
যাকর ছায়র সুরাসুর নরবর
পরমানন্দ নিরদন্দ॥
পেখলু গৌরচন্দ্র নটরাজ।
জঙ্গম হেম ধরাধর উয়ল
কিয়ে নবদ্বীপ মাঝ॥

নব নীরদ জিনি কত মন্দাকিনী
ত্রিভুবন করল তরঙ্গে।
নিত্যানন্দ চন্দ্র অভিরাম দিনমনি
ভ্রমই প্রদক্ষিণ রঙ্গে॥
যাকর চরণসমাধরে শঙ্কর
চতুরানন করু আশ।
সোপহুঁ পতিত কোরে ধরি কান্দই
কিকহব গোবিন্দ দাস॥ ৫॥

গৌরী।

নন্দ-নন্দন গোপীজন-বল্লভ
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচী-নন্দন নদীয়া-পুরন্দর
সুরমুনিগণ মনো-মোহন ধাম॥
জয়নিজ-কান্তা-কান্তি-কলেবর
জয় জয় প্রেয়সী ভাব বিনোদ।
জয় ব্রজ-সহচরী-লোচন-মঙ্গল
জয় নদীয়া-বধূ-নয়ন-আমোদ॥
জয় জয় শ্রীদাম-সুদাম-সুবলার্জ্জুন-
প্রেম-প্রবর্দ্ধন নবঘন-রূপ।

জয় রামাদি-সুন্দর-প্রিয়-সহচর
জয় জয় মোহন গৌর অনুপ ॥
জয় অতিবল বলরাম-প্রিয়ানুজ
জয় জয় নিত্যানন্দ আনন্দ।
জয় জয় সজ্জনগণ ভয় ভঞ্জন
গোবিন্দ দাস আশ অনুবন্ধ ॥৬॥
জয় জয় শ্রী শ্রীনিবাস গুণ ধাম।
দীন হীন তারণ প্রেম রসায়ণ
ঐসন মধুরিম নাম ॥
কাঞ্চন বরণ হরণ তনু সুললিত
কৌশিক বসন বিরাজে।
প্রেম নাম কহি কহত ভাগবতে
ঐসে বরণ তনু সাজে ॥
নিজ নিজ ভকত পারিষদ সঙ্গহি
প্রকটহি চরণারবিন্দে।
নিরবধি বদনে নাম বিরাজিত
রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দে ॥
যুগল ভজন গুণলীলা আস্বাদন
গ্রন্থ কলপতরু হাতে।

তুয়া বিনে অধমে শরণ কো দেয়ব
গোবিন্দ দাস অনাথে ॥৭॥

ভাটিয়ারী।

জয়রে জয়রে জয় ঠাকুর নরোত্তম
প্রেম ভকতি মহারাজ।
যাকো মন্ত্রী অভিন্ন কলেবর
রাম চন্দ্র কবিরাজ॥
প্রেম মুকুট মণি ভূষণ ভাবাবলি
অঙ্গহি অঙ্গ বিরাজ।
নৃপ আসন ক্ষেতুরে মহা বৈঠত
সঙ্গহি ভকত সমাজ॥
সনাতন রূপ কৃত গ্রন্থ ভাগবত
অনুদিন করত বিচার।
রাধা মাধব যুগল উজ্জল রস
পরমানন্দ সুখসার॥
শ্রী সঙ্কীর্ত্তন বিষয় রসে উনমত
ধর্ম্মাধর্ম্ম নাহি মান।
যোগ দান ব্রত আদি ভয়ে ভাজত
রোয়ত করম জ্ঞেয়ান॥

ভাগবত শাস্ত্রগণ যো দেই ভকতি ধন
তাক গৌরব করু আপ।
শাঙ্খ্য মীমাংশক তর্কাদিক যত
কল্পিত দেখি পরতাপ॥
অভকত চৌর দূরহি ভাগিরহু
নিয়ড়ে নাহি পরকাশ।
দীন হীন জনে দেয়াল ভকতি ধনে
বঞ্চিত গোবিন্দ দাস॥৮॥

মঙ্গল।

বিদ্যাপতি পদযুগল সরোরুহ
নিঃসন্দিত মকরন্দে।
তছু মঝু মানস মাতল মধুকর
পিবয়িতে কর অনুবন্দে॥
হরি হরি আর কিয়ে মঙ্গল হোয়।
রসিক শিরোমণি নাগর নাগরী
লীলা স্ফুরবকি মোয়॥
জনু বাওন করে ধরব সুধাকর
পঙ্গু চঢ়ব গিরি শিখরে।

অন্ধ ধাই ফিরে দশ দিকে খোঁজব
মিলব কলপতরু নিকরে॥
শোনহ অন্ধ করত অনুবন্ধহু
ভকত নখর মণি ইন্দু।
কিরণ ঘটায় উদিত ভেল দশ দিশ
হাম কি না পায়ব বিন্দু॥
সোই বিন্দু হাম যৈখানে পায়ব
তৈখনে উদিত নয়ান।
গোবিন্দদাস অত অবধারণ
ভকত কৃপাবান॥৭॥

ইতি পূর্ব্ব মহাত্মাদিগের চরণ স্মরণ

সাহিত্য সংগ্রহ।

গোবিন্দদাস।

সুহই।

জয় জয় যদুকুল-জলনিধি-চন্দ্র।
ব্রজ-কুল-গোকুল আনন্দ কন্দ ॥
জয় জয় জলধর-শ্যামল অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥
সুধুই সুধাময় মুরলী বিলাস।
জগজন মোহন মধুরিম হাস ॥
অবনী-বিলম্বিত গলে বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততই রসাল ॥
তরুণ-অরুণ-রুচি পদ-অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥১॥

শ্রীরাগ।

জয় জয় জগজন লোচন ফান্দ।
রাধা-রমণ বৃন্দাবন-চান্দ॥
অভিনব নীল জলদ তনু ঢল ঢল
পিচ্ছ-মুকুট শিরে সাজনীরে।
কাঞ্চন বসন রতনময় অভরণ
নূপুর রণরণি বাজনীরে॥
ইন্দিবর-যুগ সুভগ বিলোচন
অঞ্চল চঞ্চল কুসুম-শরে।
অবিচল কুলরমণীগণ মানস
জ্বরজ্বর অন্তরে মদনভরে॥
বনী বনমাল আজানুলম্বিত
পরিমলে অলি কুল মাতিরহুঁ।
বিম্বাধর পর মোহন মুরলী
গাওত গোবিন্দদাস পঁহু॥২॥

ধানশী।

চূড়ক চূড় ময়ূর শিখণ্ডক
মণ্ডিত মালতী মালে।

সৌরভে উনমত ভ্রমর ভ্রমরী কত
চৌদিকে করত ঝঙ্কারে ॥
সজনীকো কহে কাম অনঙ্গ।
কোকিল কদম্বতলে সো রতিনায়ক
পেখলু নটবর ভঙ্গ ॥
কতহুঁ বিষমশর নয়ন-তূণভর
সঞ্চরু ভাঙ কামানে।
নাগরী নারী মরম মাহা হানই
লক্ষই না পারই আনে ॥
শ্রুতিমূলে চঞ্চল মণিময় কুণ্ডল
দোলত মকর আকার।
গোবিন্দদাস অতয়ে অনুমানল
মদনমোহন অবতার ॥৩॥

গান্ধার।

ঢল ঢল সজল জলদ তনু শোহন
মোহন অভয় চরণ সাজ।
অরুণ-নয়ন-গতি বিজুরি-চমক জিতি
দগধল কুলবতী-লাজ ॥

গোবিন্দদাস।

সজনী যাইতে পেখলু কান।
তবধরি জগভরি ভরল কুসুম-শর
নয়ানে না হেরিয়ে আন॥
মঝু মুখ দরশি বিহসিত তনু মোড়ই
বিগলিত মোহন বংশ।
না জানিয়ে কোন মনোরথে আকুল
কিশলয়দলে করু দংশ॥
অতয়ে সে মঝু মন জ্বলতহি অনুক্ষণ
দোলত চপল পরাণ।
গোবিন্দদাস মিছই আশ আসল
অবহু না মিলল কান॥৪॥

বরাড়ি।

শুনইতে চমকই গৃহপতি-রাব।
তুয়া মঞ্জির রবে উনমতি ধাব॥
নহে না চিহ্নই কাল কি গোর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
কাঁহা তুহুঁ গৌরী আরাধিল কান।
জানহু রাই তোহে মন মান॥

স্বামীক শয়ন মন্দিরে নাহি উঠই।
একলি গহন কুঞ্জে মাহা লুঠই॥
পতিকর-পরশে মানয়ে জঞ্জাল।
বিজনে আলঙ্গই তরুণ তমাল॥
মুরলি-নিসান শ্রবণ-ভরি পিবই।
গুরুজন বচন শুনই নাহি শুনই॥
ঐসন মরম যতহুঁ অভিলাষ।
কতহুঁ নিবেদিব গোবিন্দদাস॥৫॥

পঠ মঞ্জরী।

লোচন শ্যামর বচনহি শ্যামরু
চারুনিচোল।
শ্যামর হার হৃদয়-মণি শ্যামর
শ্যামর সখী করু কোর॥
মাধব ইথে জানি বোলবি আন
অচপল কুলবতী মতিউ মতায়লি
কিয়ে তুহুঁ মোহিনী জান॥
মরমহি শ্যামর পরিজন পামর
ঝামর মুখ অরবিন্দ।

ঝর ঝর লোরহি লোলিত কাজর
বিগলিত লোচন নিন্দ ॥
মনমথ সাগর রজনি উজাগর
নাগর তুহুঁ কিয়ে ভোর।
গোবিন্দদাস কতহুঁ আশো আশা
মিলবহুঁ নন্দকিশোর ॥৬॥

বরাড়ি।

মধুর মধুর তুয়া রূপ।
জগজন-লোচন-অমিয়া-স্বরূপ ॥
রূপ চাহি গুণ নাহি উন।
সো তনু তেজবি কাহে মহি করি শুন॥
সুন্দরী মোহে নাকর আন ছন্দ।
হাম বলি যাঙ তুয়া মুখ চন্দ ॥
তবহি সফল দিন মোর।
রাই শুতব যব কানুক কোর ॥
হাম পৈঠব কালিন্দী বারি।
তবহি পূরব মনোরথ তোহারি ॥
যতন করব হাম সোই।
কানু যৈছে তুয়া বশ হোই॥

গোবিন্দদাস ভালে জান।
কানুক চলত পরাণ ॥৭॥

বরাড়ি।

নিশসি নিহারসি ফুটল কদম্ব।
করতলে বদনে সঘন অবলম্ব॥
ক্ষণেতনু মোড়সি করি কত রঙ্গ।
অবিরল-পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গ॥
এধনি! মোহ নাকরু অরু ছন্দ।
জানল ভেটলি শ্যামরু চন্দ॥
ভাব কি গোপসি গোপত নারহই।
মরম বেদন বদনে সব কহই॥
যতনে নিবারসি নয়ানক লোর।
গদগদ শব্দে কহসি আধবোল॥
আন ছলে অঙ্গন আন ছলে পান্থ।
সঘনে গতাগাতি করসি একান্ত॥
দূরে রহু গুরুজন-গৌরব-লাজ।
গোবিন্দদাস কহে পড়ল অকাজ ॥৮॥

শ্রীরাগ।

মরকত-দরপণ বরণ উজোর।
হেরইতে প্রতি অঙ্গ অনঙ্গ আগোর॥

না বুঝল কি কহল অরুণ-নয়ানে।
হানত অতএব কুসুম-শর-বাণে॥
এসখি! কাহে ভেটল নন্দনন্দনা।
মন্দির কহুন দহন চন্দনা॥
তৈক্ষণে দক্ষিণ-পবন ভেল বাম।
সহই না পারিয়ে হিম-কর-নাম॥
সাজহ শেয কমলদল পাতি।
কুলবতী যুবতী লেউ নিজ সাতি॥
তাহি রহল মন লোচন লাগি।
ধৈরয লাজ গেল দুহু ভাগি॥
কি ফল একল বিকল পরাণ।
গোবিন্দদাস কহে মিলব কান॥৯॥

বালা ধানশী!

হেরইতে হেরি না হেরি।
পুছইতে কহই না কহু পুন বারি॥
চতুর সখী সঙ্গে বসই।
রস পরিহাসে হসই না হসই॥
পেখলু ব্রজ নবনারী।
তরুণিম শৈশব লখই না পারি॥

হৃদয় নয়ন গতিরীতে।
সোকিরে আন নহত পরতীতে॥
ঐছন হেরইতে সোরি।
হঠ সনেত পৈঁঠল মন মাহা মোরি॥
তবহিঁ কুসুম শর জোরি।
ছুটল বান বুটহিয়ে মোরি॥
গোবিন্দদাস চিতে জাগ।
চান্দকি লাগি সুরয উপরাগ॥১০॥

বালা ধানশী।

যাহা যাহা নিকশয়ে তনু-তনু-জ্যোতি।
তাহা তাহা বিজুরি চমকময় হোতি॥
যাহা যাহা অরুণ চরণ চলই।
তাহা তাহা থল-কমলদল খেলই॥
দেখ সখি! কোধনী সহচরী মেলি।
আমারি জীবন সনে করতহি খেলি॥
যাহা যাহা ভঙ্গুর ভাঙ্গ বিলোল।
তাহা তাহা উছলই কালিন্দী-হিলোল॥
যাহা যাহা তরল বিলোচন পড়ই।
তাহা তাহা নীল উৎপল বন ভরই॥

যাহা যাহা হেরিয়ে মধুরিম হাস।
তাহা তাহা কুন্দ কুমুদ পরকাশ॥
গোবিন্দদাস কহ মুগধল কান।
চিহ্নই রাই চিহ্নই নাহি জান॥১১॥

আড়ানি।

কাঞ্চন যূথি কুসুম মলয় গোরি।
নিরমই মূরতি যতন করি তোরি॥
তুয়া অনুভাব আলিঙ্গই তায়।
সো তনু তাপে ভসম ভই যায়॥
শুন শুন ও বৃষভানু কুমারি!।
তুয়া-বিরহানলে জলত মুরারি॥
ঝামর নীল উৎপল দল অঙ্গ।
লোরে না হেরয়ে নয়ন তরঙ্গ॥
বিগতি মুরলী খুরলী বহু দূর।
অনুক্ষণ-মদন-দহন পরিপূর॥
বিছুরল পিচ্ছ-মুকুট পরিপাটি।
সহচরে মেলি মরত জীউ কাটি॥
জীউ রহত আজ তুয়া রস আশে।
তোহারি চরণে কহে গোবিন্দদাসে॥১২॥

সুহই।

গহন বিরহণ লাগি।
রজনী পোহায়ই জাগি ॥
করতহি তোহারি ধেয়ান।
তোবিনে আকুল কান ॥
শীতল পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোর ॥
সোরস পরশ না পাই।
মুরছিত ধরণী লোটাই ॥
মন মাহা মদন তরঙ্গ।
ঘন ঘন মোড় অঙ্গ ॥
কহতহি গদগদ ভাষ।
নাবুঝল গোবিন্দদাস ॥১৩॥

আড়ানি।

মুদিত নয়নে হিয়া ভুজযুগ চাপি।
শুতি রহল হরি কছুনা আলাপি ॥
পর সঙ্গে কহলহি নামহি তোরি।
তবহিঁ মেলিয়া আঁখি চাহে মুখ মোরি ॥

সুন্দরী ইথে নাহি কর আন ছন্দ ॥
তোহে অনুরত ভেল শ্যামর চন্দ ॥
যোই নয়ান ভঙ্গি না সহে অনঙ্গ।
সোই নয়নে স্রবে লোর তরঙ্গ ॥
যোই অধরে সদা মধুরিম হাস।
সোই নিরস ভেল দীর্ঘ নিশ্বাস ॥
বিদ্যাপতি কহ মিছ নহ ভাতি।
গোবিন্দদাস রহতহি কৃত সাথী ॥১৪॥

কেদার।

ধরি-সখী আচর ভই উপচঙ্ক।
বৈঠি না বৈঠয়ে হেরি পরিযঙ্ক ॥
চলইতে আলী চলই পুন চাহ।
রসঅভিলাষে আগোরল নাহ ॥
লবধল মাধব মুগধিনী নারী।
ও অতি বিদগধ এ অতি গোঙারি ॥
পরশিতে তরহি করাহি কর ঠেলই।
হেরইতে বদন নয়ন জল ফেলই ॥
হঠপরিরম্ভণে থরহরি কাঁপ।
চুম্বনে বসনপটাঞ্চলে ঝাঁপি

শুতলি ভীত পুতলি সম গোরি।
চিত-নলিনী অলি রহই আগোরি॥
গোবিন্দদাস করই পরিণাম।
রূপক কুপে মগন ভেল কাম॥১৫॥

ভুপালী।

সুরত পিয়াসে ধায়ল বহু পাণি।
করে কর বারই তরল-নয়ানি॥
হঠপরিরম্ভণে পরশিত গাত।
নহি নহি বলি ঢুলায়ত মাথ॥
অভিনব মদন তরঙ্গিণী রাই।
শ্যাম মতঙ্গ রঙ্গ অবগাহই॥
চুম্বনে সঙ্কোচ লোচন তার।
পিবইতে অধর রচই সিত-কার॥
নখর-পরশে ধনি চমকই গোরি।
দংশইতে চমকি উঠয়ে তনুমোরি॥
কহইতে কহ গদগদ পদ আধ।
আন আন মনে মনসিজ উনমাদ॥
তইখানে রোখত বহি পরমাদ।
গোবিন্দদাস কহ বস মইরি জাদ॥১৬॥

সুহই।

রতন মন্দির মাহা বৈঠল সুন্দরী
সখী সঙ্গে রস পরিচায়।
হসইতে খসয়ে কত যেমনি মোতিম
দশন কিরণ অবছায়॥
শুন সজনি! কহইতে নারহে লাজ।
সোবরনারী হামারি মন-বারণ
বান্ধল কুচ গিরি মাঝ॥
মুখ হেরি ভরম ভরে সুন্দরী
ঝাপই ঝাপল দেহা।
কুটিল কটাক্ষ বিশিখে তনু জরজর
জীবনে না বান্ধই থেহা॥
করে করঘোরি মোড়ি তনু সুন্দরী
মোহে হেরি সখী করু কোর।
গোবিন্দদাস ভণতেঞি নন্দনন্দন
দোলত মদনহি নোর॥১৭॥

বরাড়ি।

কত যে কলাবতি যুবতি সুমুরতি
নিবসতি গোকুল মাহ।

হরি উপহাসি রভসরসে কাহুক
কুটিল নয়নে জানি চাহ॥
সুন্দরী অতয়ে করিয়ে অনুমান।
শুভক্ষণে স্বামী বরত তনু ছোড়লি
নারী বরত নিলকান॥
তুয়া নিজ নাম গান ঘন গাবই
সো এক আখর রঙ্ক।
শুনইতে রাতি রতন রতি বাতুল
চমকই তোহারি আতঙ্ক॥
তুয়া গুণ নাম গান ঘন গাবই
আরকত মুরলি নিশান।
সহচরী কোরেধরি তোঁহে
ডাকই গোবিন্দদাস পরমান॥১৮॥

গান্ধার।

কালীদমন দিনমাহ।
কালিন্দী-কুল কন্দম্বক-ছাহ॥
কত শত ব্রজনব বালা।
পেখলু জনুথির বিজুরিক মালা॥

তোঁহে যাঁহা সুবল সহাগতি।
তব ধরি হাম না জানি দিবারাতি॥
তাইধনি মণি দুই চারি।
তাই মন মোহিনী এক নারী॥
সোঁরহু মঝমনে পাইঠি।
মনসিজ ধূমে সুমনাহি দিঠি॥
অনুক্ষণ ভহি সমাধি।
কো জানে কৈছন বিরহ-বেয়াধি॥
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহা।
গোবিন্দদাস কহ কৈছন বলেহা॥১৭॥

কেদার।

সৌরভে আগরি রাই সুনাগরী
কনকলতা সম সাজ।
হরি চন্দন বলি কোরে আগোরল
কুঞ্জে ভুজঙ্গম বাজ॥
আর কিয়ে করব উপায়।
কাল ভুজগ কোলে ছোড়িমুগধ সখি
গমন যুগতি নহেরায়।

চন্দ্রক চারু-ফণাগণ মণ্ডিত
বিয বিষমারুণ দীঠ
রাইকি অধর লুবধ অনুমানিয়ে
দশনক দংশন মীঠ ॥
এক সন্দে শীতকে ভীতহি
পুলকিনী কাপই রাই।
গোবিন্দদাস কহ মেলিল বহু সখী
বুঝই রস অবগাই ॥২০॥

কেদার।

অভিনব গোরি বসতি পতিগেহ।
ঘর সঞে কর সকিরে নবীন সুলেহ
নিবসে নরপতি পতি ভয়লাজ।
দোতিক পৈঠয়ে এহেন অকাজ ॥
কি কহব রে সখী কহই না জান।
পহিল সমাগম রাধা কান ॥
যব ধনী যতনে কান্ত সঙ্গে ভেট।
অবনত নয়ানে বয়ান করু হেট ॥
যব দুহুঁ সোপল করে কর আপি।
সাধনে ধয়ল দুহুক তনু কাঁপি ॥

যব দুহু পায়ল মদন শয়ান।
না জানিয়ে কৈসে কয়ল পাঁচবাণ॥
গোবিন্দদাস কহু কে সেয়ানী।
হরি করে সোঁপিল হরিণী নয়ানী॥২১॥

বরাড়ি।

মাধব ধৈরয নাকর গমনে।
তোহারি বিরহে ধনী অন্তর জরজর
মানস মিলন সমানে॥
ধূলি-ধুষর ধনী ধৈরয না রহ
ধরণী শুতল ভরমে।
মুকুত করবি ভার হার তেয়াগেল
তাপিত ভূষিত পরাণে॥
বিগলিত অম্বর সম্বর নহে ধনী
সুর-সুতা স্রবে নয়নে।
কমলয় কমলেই কমলজ ঝাঁপল
সোই নয়নবর বয়ানে॥
মা বোলই ধনী ধরণীতলে মূরছনি
প্রাণ প্রবোধ না মানে।

কহই চতুর-ধনী আর কিয়ে হোয় জানি
গোবিন্দদাস পরমাণে ॥২২॥

ধানশী।

কাঞ্চন গোরি ভোরি বৃন্দাবনে
খেলই সহচরী মেলি।
তুয়া দিঠে মিঠি গরল তনু জারল
তৈখনে শ্যামরি ভেলি॥
মাধব সো অবিচল কুলরামা।
মরমহি সোই রোই দিন যামিনী
গুণি গুণি তুয়াগুণ গামা॥
গুরুজন অবুধ মুগধমতি পরিজন
অলক্ষিত বিষম বেয়াধি।
কি করব ধনী মণি মন্ত্র মহৌষধি
লোচনে লাগল সমাধি॥
ক্ষণে ক্ষণে অঙ্গ ভঙ্গ তনু মোড়ই
কহত ভরম-ময়-বাণী।
শ্যামর নামে চমকি তনু ঝাপই
গোবিন্দদাস কিয়ে জানি ॥২৩॥

সুহই।

আচরে মুখ-শশী গোয়।
বার বার লোচনে রোয়॥
কারণ বিনু ক্ষণে সহই।
উতপত দীর্ঘ নিশসই॥
শুনশুন সুন্দর শ্যাম।
প্রেমকে ইহ পরিণাম॥
তাতল তনু নাহি টুটই।
সতত মহীতলে লুটই॥
কহুক কছু নাহি কহই।
কোঅছু বেদন সহই॥
জগভরি কুলবতীবাদ।
কাদেই করই সম্বাদ॥
গোবিন্দ আশো আশে।
জীবই তুয়া অভিলাষে॥ ২৪॥

সুহই।

কানুক বদন হেরি উছলিত অন্তর
লাজে বসনে মুখ ঝাঁপ।

ঈষদবলোকনে ছল ছল লোচন
কেলি সমাগমে কাঁপ ॥
দেখ সখী রাইক ঢঙ্গ।
কানুক দরশনে ঐসে বেয়াকুল
দরশনে ইহ চিত রঙ্গ ॥
রাই- বদন হেরি লুবধন মাধব
কোরে বৈঠলি গোরি।
কুচে কর পরশনে চমকি উঠয়ে ধনি
চুম্বনে রহু মুখ মোরি ॥
ভুজে ভুজে বন্ধন দৃঢ় পরিরম্ভন
অধরে অধরে রসনেল।
গোবিন্দদাস পহুঁ পূরল মনোরথ
নব নব সঙ্গম ভেল ॥ ২৫ ॥

ধানশী।

নিরমল বদন কমলবর মাধুরী
হেরইতে ভৈগেনু ভোর।
অলক্ষিতে রঙ্গিনী ভাঙ ভুজঙ্গিনী
মরমহি দংশল মোর ॥
সজনি! যব ধরি পেখলু রাই।

মদন মহোদধি নিমগন মঝু মন
আকুল কুল নাহি পাই ॥
বঙ্কিম হাস বিলোকন অঞ্চলে
মঝু পরলে দিঠি দেল।
কিয়ে অনুরাগী কিয়ে বিরাগিণী
বুঝইতে সংশয় ভেল ॥
মরমক বেদন মরমহি জানত
সদয় হৃদয় তঁহিচাই।
গোবিন্দদাস কহ নিতি নব নৌতুন
মনে লাগল রসবতী রাই ॥ ২৬ ॥

ধানশী।

রতন মঞ্জরী ধনী লাবনিসায়র
অধরহি বান্ধুলি রঙ্গ।
দশন কিরণ কত দামিনী ঝলকত
হসইতে অমিয়া তরঙ্গ ॥
সজনী যাইতে পেখলু রাই।
মঝুহেরি সুন্দরী ভরমহি চঞ্চল
চকিত চমকি চলিযাই ॥
পদ দুই চারি চলই বর নাগরী

রহিল নিমিখ শর জোরি।
কুটিল-কটাক্ষ-কুসুম-শর-বরিষণে
শরবশ লেয়ল যোরি॥
মঝু-মন যশ-গুণ সুধীমতি ধাধস
লেই চলল সব বালা।
গোবিন্দদাস কহই অব জপতহি
তুয়া গুণমা মালা॥ ২৭॥

কামোদ।

কাঞ্চন কমল পবনে উলটায়ল
ঐসন বদন সঞ্চারি।
শরবশ লেই পালটি পুন বান্ধলি
রঙ্গিনী বঙ্ক নেহারি॥
হরি হরি কোলেই দারুণ বাধা।
নয়নক-সাধ আধ না পূরল
পালটি না হেরনু রাধা॥
ঘন ঘন আচর কুচ কনকাচল
ঝাঁপই হাসি হাসি হেরি।
জনু মঝু মনহরি কনয়া কুম্ভভরি
মহুরি রাখত কত বেরি॥